অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 12 - 2024

স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে ভাষার প্রভাবঃ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও টমাস পেইনের দ্যা ক্রাইসিস – এর তুলনামূলক পর্যালোচনা

এস, জুবাইর আল আহমেদ
সহকারি অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 12 originally published online November 2024

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2024 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে ভাষার প্রভাবঃ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও টমাস পেইনের দ্যা ক্রাইসিস – এর তুলনামূলক পর্যালোচনা

এস, জুবাইর আল আহমেদ
সহকারি অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
ঢাকা, বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্তসার

মানুষের বাহ্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয়কেই প্রভাবিত করে এমন সকল কিছুর মধ্যে ভাষা অন্যতম। এক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারকারীর কৌশল, সময়োপযোগী শব্দ নির্বাচন, আবেগের বহিঃপ্রকাশ এবং তারসাথে সত্যিকারের আত্মপোলব্ধতা অতিশয় আবশ্যক। নির্যাতিত, পরাধীন মানুষগুলোর মধ্যে এমন ব্যক্তির ভাষা-ই জাগাতে পারে স্বাধীনতার অতৃপ্ত পিপাসা, আমৃত্যু অনুপ্রেরণা আর আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাধীনতাকামী যুদ্ধের তীব্র বাসনা। এমনই দুই আশা জাগানিয়া ব্যক্তিত্বের একজন হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অপরজন আমেরিকার টমাস পেইন। আলোচ্য নিবন্ধটিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে এবং পেইনের দ্যা ক্রাইসিস নামক পুস্তিকায় ব্যবহৃত ভাষার অলঙ্কার, উপমা, রুপকালঙ্কার, করুণ রস, যুক্তি, মানুষের উপর তার প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে গবেষণালব্ধ একটি তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস হয়েছে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের জীবনে আসেনা, বরং এটাকে অর্জন করতে হয়। কখনও কখনও এ স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়, অন্যের নিকট চলে যায় – এটা ব্যক্তিগতভাবেও হয় আবার রাষ্ট্রীয় বা জাতীয়ভাবেও লুণ্ঠিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু হলেও আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ শুরু হয় ১৫শ শতকে বিশ্ব আবিষ্কারের যুগ (The Age of Discovery) থেকে।

[1] বিশ্বের যেখানেই উপনিবেশ গড়ে উঠেছে সেখানেই স্থানীয় মানুষজন বর্ণনাতীত জুলুম, অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন আর বঞ্চনার শিকার হয়েছে। বিকৃত আর লাঞ্ছিত হয়েছে তাদের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, সামাজিকতা, আচার- সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি শিক্ষাসহ জীবনের প্রত্যেকটি অবস্থা ও তাদের ধারাবাহিকতা। আর এ করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন মানুষের সচেতনতা, অনুপ্রেরণা আর স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। স্বজাতিদের মধ্যে এক বা একাধিক মহান পুরুষ এগিয়ে আসেন জাতীকে বাঁচানোর প্রত্যয়ে, হয়তো লেখনির মাধ্যমে, না হয় জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে। উজ্জীবিত করেন সুপ্ত স্বত্বাগুলিকে স্বাধীনতার তীব্র প্রত্যাশায়। ফলে মানুষগুলি তাদের সবকিছু দিয়ে অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ (পূর্বে বাংলা এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান) ব্রিটিশদের নিকট স্বাধীনতা হারায় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন নওয়াব সিরাজ-উদ-দউলা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে।[2] শাসন, শোষণ, পীড়নের প্রায় দু'শ বছর পরে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশের জন্ম হয়। বর্তমান বাংলাদেশ তখন

পূর্ব পাকিস্তান নামে উদ্ভুত হয় যা পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসাবে সম্পৃক্ত ছিল। ব্রিটিশদের নিকট থেকে মুক্তি পেলেও পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দাঁড়ায় এমন যেন এটি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ নয়, উপনিবেশ। নানারকম জুলুম-অত্যাচার আর অসম বণ্টন এ দেশের মানুষকে করেছিল বঞ্চিত ও কোণঠাসা। এমতাবস্থায় জনগণের মুক্তির দিশারী হিসাবে আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তা-চেতনায় পূর্ণ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালী জাতির মুক্তির সনদ হিসাবে উজ্জীবিত করেছিল এ দেশের অপামর জনতাকে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে এ ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এ ভাষণটি যেমন এক অগ্রগামী ও সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তেমনি এ ভাষাগত শৈলী, প্রকাশভঙ্গী সবকিছু মিলিয়ে এটি সাহিত্যে এক উচ্চতা লাভ করেছে। অন্যদিকে টমাস পেইন (১৭৩৮-১৮০৯) হলেন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান রাজনৈতিক কর্মী, তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং বিপ্লবী। আমেরিকার বিপ্লবের (American Revolution) সময়ে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে টমাস পেইন *দ্যা ক্রাইসিস* - এর ১৬টি সিরিজ লিখেন।[3] এই নিবন্ধটিতে *দ্যা ক্রাইসিস* – এর প্রথম সিরিজটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে এই পুস্তিকা (Pamphlet) এমন এক তীব্র ভূমিকা রেখেছিল যে স্বাধীনতার জন্য মানুষ চরমভাবে প্রভাবিত হয়ে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের নিকট থেকে তারা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে। এই পুস্তিকারও ভাষাগত শৈলী, রচনাভঙ্গী ও এর ভাব এতো সুন্দর যে এখনও বিশ্বের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য বিভাগে "American Prose" নামক কোর্সে পুস্তিকাটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ৭ই মার্চের ভাষণ শুধুমাত্র বাংলাদেশের ইতিহাসের নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও এক ঐতিহাসিক নথি। এটি যেমন সমাদৃত ও আলোচিত তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি এ ভাষণকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।[4] ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে নানামুখী গবেষণা হয়েছে। কেউ ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্লেষণ করেছেন মানুষের উপরে এর প্রভাব নিয়ে;[5] কেউ আলোচনা করেছেন এর সাংবিধানিক ও আইনগত তাৎপর্য নিয়ে;[6] আবার কেউ এর আলোচনা করেছেন রাজনৈতিক মতাদর্শনের কাব্য হিসাবে।[7] সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভাষা বিজ্ঞানের (Linguistics) নানান শাখার আলোকে, যেমনঃ Phonetics, Morphology, Syntax, Semantics এবং Sociolinguistics – এর ভিত্তিতে।[8] কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণকে নিয়ে ভাষার আলঙ্কারিক আলোচনা নেই বললেই চলে। আবার ৭ই মার্চের ভাষণকে নিয়ে অন্য কোন সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের রচনা বা ভাষণের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা খুবই বিরল। ফলে আলোচ্য নিবন্ধটির প্রয়োজনীয়তা খুবই অপরিসীম ও যুগোপযোগী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং টমাস পেইন দুজনেই ছিলেন চরমভাবে দেশ-প্রেমিক। তাঁরা নিজেরাই অনেক বেশি অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের স্বাধীনতার জন্য এবং একই সাথে অন্য মানুষদেরও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের এই দেশপ্রেম তাঁদের স্ব-স্ব বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ করেছেন এবং প্রকাশের মধ্যে ছিলেন অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীনতার জন্য আবেগাপ্লুত। তাঁরা ভাষার মাধ্যমে এবং ভাষার বিভিন্ন অলঙ্কার, কৌশল

ব্যবহার করে মানুষকে করেছেন উজ্জীবিত। তাঁরা কিভাবে ভাষার বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন, অনুপ্রাণিত করেছিলেন বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতার জন্য তা নিচে আলোচনা করা হল।

কোন সাহিত্য রচনার বা বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিষয় হচ্ছে বাস্তববাদ (Realism)।এটা কোন বিষয়বস্তুকে যেমন বাস্তবতা দান করে তেমনি মাহাত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতাও দান করে।এজন্য গোর্কির একটি মন্তব্য হচ্ছে, "মহৎ শিল্পীদের রচনায়, মনে হয়, বাস্তবতা ও রোমান্টিকতা বিমিশ্রিত হয়ে থাকে"।[9] ৭ই মার্চের ভাষণের শুরুতেই এমনই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতির বাস্তবতা জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। জনগণও এব্যাপারে ওয়াকিফহাল।তাই তার ভাষণের শুরুতেই এমন বাস্তব আলোচনা যেমন এর গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছে তেমনি এটি মানুষের উপরে শুরু থেকেই প্রভাব বিস্তার করেছে চরম মাত্রায়। তিনি বলেন, "আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।"[10] টমাস পেইনও এমন বাস্তববাদিতা প্রকাশ করেছেন তার পুস্তিকার প্রায় শুরুর দিকেই। তিনি বলেন, "Britain, with an army to enforce her tyranny, has declared that she has a right (not only to TAX) but "to BIND us in ALL CASES WHATSOEVER (ব্রিটিশ তার অত্যাচার প্রয়োগের জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে ঘোষণা করেছে যে আমাদের সকল ব্যাপারে তার অধিকার রয়েছে (কেবল ট্যাক্সের বেলাতেই নয়)"।[11] আসলে বাস্তববাদীতা একপ্রকার মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যে, বর্তমান পরিস্থিতি কী এবং কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অর্থাৎ পরাধীনতার বাস্তবতা মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে কিভাবে তাদের এই স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হবে।

ইতিহাস যেকোনো জাতির সবচেয়ে আবেগের ও দুর্বলতার জায়গা। ইতিহাসের প্রসঙ্গ বা পূর্বে ঘটে যাওয়া বিষয়কে ইঙ্গিত দিয়ে মানুষকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোন কিছু করার জন্য যে কী পরিমান অনুপ্রাণিত করা যায় তা যেমনই খুব ভালো রূপে জানতেন বঙ্গবন্ধু তেমনি বোধগম্য ছিল পেইনেরও। বঙ্গবন্ধু বাংলার রক্তাক্ত ২৩ বছরের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন যে, কীভাবে বাঙালি জাতি ক্ষণে ক্ষণে, তিলে তিলে নির্যাতনের কবলে পড়েছে। তিনি বলেন, "কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুন ইতিহাস, ... ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করলেও আমরা গদিতে বসতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল 'ল' জারি করে দশ বছর আমাদের গোলামের মত করে রেখে দিয়েছে। ১৯৬৬ সনে ৬ দফার আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে"।[12] টমাস পেইনও এ ধরনের অত্যাচারের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন যে, ব্রিটিশ জেনারেল ৩০০০ আমেরিকান বন্দীকে হত্যা করেন এবং পেনিসিল্ভেনিয়ার সমস্ত দোকান দখল করে নেন। তিনি বলেন, "Howe ... committed a great error in generalship in not throwing a body of forces off from Staten Island through Amboy, by which means he might have seized all our stores at Brunswick, and intercepted our march into Pennsylvania; (হো ... অ্যামবয়ের মধ্য দিয়ে স্টেটন দ্বীপ থেকে বাহিনীর মধ্যে একটি বাহিনীকে ফেলে দেওয়া না করার ক্ষেত্রে সাধারণের

ক্ষেত্রে একটি বিরাট ত্রুটি করেছিল, যার অর্থ তিনি ব্রুনসুইকের আমাদের সমস্ত দোকান দখল করে নিয়েছিলেন এবং পেনসিলভেনিয়ায় আমাদের পদযাত্রাকে বাধা দিয়েছিলেন;)"[13]

ভাষার অলঙ্কার এর মধ্যে উপমা (Simile)অন্যতম। উপমা হচ্ছে একই বাক্যে ভিন্ন জাতের দুই ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে রূপগত বা বৈশিষ্ট্যগত বাহ্যিকভাবে সদৃশ্য কল্পনা করা হলে তাকে উপমা বলে। কোন ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় কে সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের জন্য একক প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণতা পায় না, এজন্য অন্যের সাথে তুলনা তার আসল রূপ, পরিচয় বা বক্তার অভিব্যক্তিকে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করে এবং তা মানুষকেও সম্যক ধারণা প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু আমাদের আসল অবস্থা এমন এক সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে খুব সহজেই এই অবস্থার উন্নয়ন সকলেই মনেপ্রাণে কামনা করেছিল। তিনি বলেন, "১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল 'ল' জারি করে দশ বছর আমাদের গোলামের মত করে রেখেছে"।[14] একইভাবে পেইনও উপমা ব্যবহার করে মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি বলেন, "Tyranny, like hell, is not easily conquered; yet we have this consolation with us, that the harder the conflict, the more glorious the triumph. (নরকের মতো অত্যাচার সহজেই পরাজিত হয় না; তবুও আমাদের সাথে এই সান্ত্বনা রয়েছে যে, দ্বন্দ্ব যত কঠিন, বিজয় ততই গৌরবময়)।"[15]

উপমেয়-এর সাথে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে রূপক (Metaphor) অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ দুটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে পরোক্ষভাবে তুলনা করাই হচ্ছে রূপক।এটি ভাষাকে করে তোলে ভাবগম্ভীর ও পাঠক বা শ্রোতাদের নিকট এ ধরনের ভাষার আকর্ষণ সবসময়ই বর্তমান। বঙ্গবন্ধু ও পেইন দুজনই এমন ভাষার অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন যাতে মানুষের মধ্যে চেতনা তৈরি হয় বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতার জন্য। বঙ্গবন্ধু বলেন, "... এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ"।[16] পেইন বলেন, "If being bound in that matter, is not slavery, then is there not such a thing as slavery upon earth. (যদি এই বিষয়ে আবদ্ধ থাকা, দাসত্ব নয়, তবে পৃথিবীতে দাসত্বের মতো জিনিস নেই)।"[17]

কোন বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করে মনে যে করুণ, সহানুভূতিশীল এবং দুঃখভারাক্রান্ত আবেগের অনুভূতি জাগে তাকে করুণরস (pathos) বলে। শ্রোতা বা পাঠকদেরকে কোন বিষয়ে অনুপ্রাণিত এবং কর্মে উজ্জীবিত করতে চরমভাবে এই করুণরস কাজে লাগে। বঙ্গবন্ধু এবং পেইন দুজনই এমন করুণরস তাদের বক্তব্যে ও লেখনীতে ব্যবহার করে স্ব স্ব লোকদেরকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো তোমাদের কেউ কিছু বলবেনা। কিন্তু আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা করোনা। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।"[18] পেইনও বলেন, "Howe's first object is, partly by threats and partly by promises, to terrify or seduce the people to deliver up their arms and receive mercy. (হো-র প্রথম উদ্দেশ্য হল আংশিক হুমকি দিয়ে এবং আংশিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে বা প্ররোচিত করে তাদের অস্ত্র সরবরাহ করা এবং করুণা অর্জন করা।)"[19]

কোন সমাজ বা জাতির মূল্যবোধ বা নৈতিক বোধকে সে সমাজের তত্ত্ব বা Ethos বলে। কথা বলে বা লেখার মাধ্যমে মানুষকে কোন বিষয়ে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের গুরুত্ব অনেক। বঙ্গবন্ধু ও পেইন তাদের

বক্তব্যের মধ্যে এমন নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন তত্ত্বের ব্যবহার করে মানুষকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা।দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী আদালত ফৌজদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।"[20] পেইন বলেন, "I turn with the warm ardor of a friend to those who have nobly stood, and are yet determined to stand the matter out (আমি একজন বন্ধুর তীব্র ব্যাকুলতা দিয়ে তাদের দিকে ফিরে যাই যারা উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়েছে, এবং এখনও সামনে দাঁড়ানোর জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।)"[21]

যুক্তি এমন একটি মাধ্যম যা মানুষের এক ধরনের বিশ্বাস থেকে অন্য ধরনের বিশ্বাসে সহজেই পরিবর্তন করা যায়। আবার তাদেরকে কোন বিষয়ে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা যায়। মানুষ আবেগের দ্বারা যতখানি তাড়িত তার থেকে যুক্তি দ্বারা অনেক বেশি পরিচালিত। তাই বঙ্গবন্ধু ও পেইন বিভিন্ন যুক্তির আলোকে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, তাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন এবং এই স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে সর্বতোভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন ওয়াপদা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া, হলো কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে না, লুটতরাজ করবে না। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে তারা আমাদের ভাই। বাঙালি-অবাঙালি তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে।"[22] পেইন বলেন, "I thank God, that I fear not. I see no real cause for fear. I know our situation well, and can see the way out of it (আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি ভয় করি না। আমি ভয়ের কোন যৌক্তিক কারণ দেখছি না। আমি আমাদের পরিস্থিতি ভাল করে জানি এবং এ থেকে বেরিয়ে আসার পথটি দেখতে পাচ্ছি)।"[23]

কথা বা লেখার মধ্যে ধর্মীয় শব্দচয়ন সব সময় সব যুগে সব মানুষকেই অনুপ্রাণিত করেছে। বঙ্গবন্ধু ও পেইন তাদের বক্তব্যের মধ্যেও কিছু ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মানুষকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"[24] পেইন বলেন, "Even the expression is impious; for so unlimited a power can belong only to God. {এমনকি (ব্রিটিশদের ব্যাপারে) অভিব্যক্তিটি অধার্মিক; সীমাহীন শক্তির অধিকর্তা কেবল আল্লাহ-ই হতে পারে।}"[25]

উপরোক্ত অলঙ্কার ও কৌশলগুলি শোভামণ্ডিত করেছে বক্তব্যের ভাষাকে, প্রস্ফুটিত করেছে মনের আবেগ আর অনুভূতিগুলিকে এবং চরমভাবে উজ্জীবিত করেছে স্বাধীনতাকামী আম জনতাকে। ফলে স্বাধীন হল দুটি দেশ, শত্রুমুক্ত হল দুটি জাতি। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিল আমেরিকা ও বাংলাদেশ নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং টমাস পেইন-এর *দ্যা ক্রাইসিস* - এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে প্রথমে যে পার্থক্যটা লক্ষ্য করা যায় সেটা হচ্ছে ৭ই মার্চের ভাষণ একটি মৌখিক বক্তব্য আর *দ্যা ক্রাইসিস* একটি লিখিত বক্তব্য। মৌখিক বক্তব্য ইচ্ছা করে হোক অনিচ্ছা করে হোক মানুষের কানে পৌঁছে আর এই পৌঁছানোর কারণে মানুষ সহজেই সেই বক্তব্য বোঝে, সচেতন হয় এবং অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু লিখিত বক্তব্য শুধুমাত্র তাদের

জন্যই অনুপ্রেরণার কারণ যারা সেটাকে পড়ে। আর পড়া হয়ে থাকে নিঃশব্দে এবং এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। ফলে ব্যাপকভাবে লিখিত বক্তব্য মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ টমাস পেইন এর *দ্যা ক্রাইসিস* থেকেও বেশি প্রভাবশালী ছিল, মানুষকে অনেক বেশি উৎসাহিত করেছিল তাদের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য। আবার মৌখিক বক্তব্যে মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি, অনুপ্রেরণা যেভাবে প্রকাশ করতে পারে, সেটা কখনোই লিখিত বক্তব্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে বাঙালি জাতির যেমন ছিলেন একজন নেতা তেমনি শত্রুদের দ্বারা নির্যাতিত একজন নিপীড়িত জনতা। সুতরাং তার অভিজ্ঞতা এবং মনের অভিব্যক্তি তিনি ভাষায় যেভাবে প্রকাশ করেছেন এমন প্রকাশ টমাস পেইন করতে পারেন না, আর সেটা সম্ভবও না। কারণ, টমাস পেইন বঙ্গবন্ধুর মতো এরকম অভিজ্ঞ ব্যক্তি নন। তবে তিনিও একজন দেশ প্রেমিক ছিলেন ফলে তার সেই অনুভূতি তার লেখনিতে প্রকাশ পেয়েছে। আম জনতা আনুপ্রেরনা পেয়ে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য। এ জন্য, ৭ই মার্চের ভাষণ ও *দ্যা ক্রাইসিস* শুধুমাত্র এই দু জাতির মুক্তির সনদ-ই নয় বরং পুরো পৃথিবীতে সকল নিপীড়িত পরাধীন মানুষের আনুপ্রেরনা আর স্বাধীনতা প্রাপ্তির তীব্র পিপাসা। এরা যেন এ সকল মানুষের জীবনে এক চিরন্তন আবেদন, ঘনকাল মেঘময় আকাশে উজ্জ্বল সূর্যের রশ্মি।আর এটাই হল ভাষার প্রভাব।

তথ্যসূত্রঃ

[1] "আবিষ্কারের যুগ", https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97.

[2] "পলাশীর যুদ্ধ" https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7.

[3] "The American Crisis", https://en.wikipedia.org/wiki/The_American_Crisis.

[4] "The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman", http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-4/the-historic-7th-march-speech-of-bangabandhu-sheikh-mujibur-rahman/.

[5] "The voice that touched people's hearts", https://www.thedailystar.net/opinion/perspective/the-voice-touched-peoples-hearts-1544335.

[6] "7th March Speech and Preamble of our Constitution", https://www.thedailystar.net/law-our-rights/law-vision/7th-march-speech-and-preamble-our-constitution-1491010.

[7] "The speech of March 7 was the masterstroke of a political genius", https://www.dhakatribune.com/special-supplement/2018/03/25/speech-march-7-masterstroke-political-genius.

[8] Shuvendhu Saha & H M Mostafizur Rahman, "7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Political poetry: A Linguistic Analysis, *EPH - International Journal of Humanities and Social Science,* Vol.4, Issue-4, April, 2019, p. 84-94.

[9] বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, "বাস্তববাদ", *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বঃ ধ্রুপদি ও আধুনিক*, (সম্পা. হাবিব রহমান), ঢাকাঃ কথা প্রকাশ, ২০১৪, পৃ, ১৭৯।

[10] বদিউজ্জামান চৌধুরী, আনম আব্দুস সোবহান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য- ১৩,* ঢাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, ২০১৫, পৃ, ১৫।

[11] Thomas Pain, "The Crisis, No.1", *The Norton Anthology of American Literature, Vol. 1*, (edt. Nina Baym and others), New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1989, p. 624.

[12] বদিউজ্জামান চৌধুরী, আনম আব্দুস সোবহান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য- ১৩,* ঢাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, ২০১৫, পৃ, ১৫।

[13] Thomas Pain, "The Crisis, No.1", *The Norton Anthology of American Literature, Vol. 1*, (edt. Nina Baym and others), New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1989, p. 626.

[14] বদিউজ্জামান চৌধুরী, আনম আব্দুস সোবহান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য- ১৩,* ঢাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, ২০১৫, পৃ, ১৫।

[15] Thomas Pain, "The Crisis, No.1", *The Norton Anthology of American Literature, Vol. 1*, (edt. Nina Baym and others), New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1989, p. 624.

[16] বদিউজ্জামান চৌধুরী, আনম আব্দুস সোবহান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য- ১৩,* ঢাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, ২০১৫, পৃ, ১৫।

[17] Thomas Pain, "The Crisis, No.1", *The Norton Anthology of American Literature, Vol. 1*, (edt. Nina Baym and others), New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1989, p. 624.

[18] বদিউজ্জামান চৌধুরী, আনম আব্দুস সোবহান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য- ১৩,* ঢাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, ২০১৫, পৃ, ১৭।

[19] Thomas Pain, "The Crisis, No.1", *The Norton Anthology of American Literature, Vol. 1*, (edt. Nina Baym and others), New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1989, p. 629.

[20] বদিউজ্জামান চৌধুরী, আনম আব্দুস সোবহান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য- ১৩,* ঢাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, ২০১৫, পৃ, ১৭।

[21] Thomas Pain, "The Crisis, No.1", *The Norton Anthology of American Literature, Vol. 1*, (edt. Nina Baym and others), New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1989, p. 628.

[22] বদিউজ্জামান চৌধুরী, আনম আব্দুস সোবহান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য- ১৩,* ঢাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, ২০১৫, পৃ, ১৭।

[23] Thomas Pain, "The Crisis, No.1", *The Norton Anthology of American Literature, Vol. 1*, (edt. Nina Baym and others), New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1989, p. 629.

[24] বদিউজ্জামান চৌধুরী, আনম আব্দুস সোবহান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ফরিদপুরঃ ইতিহাস ঐতিহ্য- ১৩,* ঢাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, ২০১৫, পৃ, ১৮।

[25] Thomas Pain, "The Crisis, No.1", *The Norton Anthology of American Literature, Vol. 1*, (edt. Nina Baym and others), New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1989, p. 624.

লেখক পরিচিতি:

এস, জুবাইর আল আহমেদ বর্তমানে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগে সহকারি অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হিসাবে কর্মরত আছে।